গুলজার

চরকি

সবাই আমরা পালাচ্ছিলাম ছিন্নমূল হয়ে
মা তার সব গয়না নিয়েছিল সঙ্গে
কিছু বেঁধে, কিছু শরীরে প'রে
ছোট বোন আমার ছয় বছরের
তাকে পেটভরে দুধ খাইয়ে সঙ্গে নেওয়া হল
আমি আমার এক খেলনার চরকি ও
'লাট্টু' পাজামায় গুঁজে নিলাম
ভোরের আলো ফোটার আগেই
আমরা পালাতে চেয়েছিলাম
ছিন্নমূল হয়ে
আগুনের ধোঁয়া ও চিৎকার আর্তনাদের
জঙ্গল পেরিয়ে ধোঁয়া-আচ্ছন্ন হয়ে ছুটছিলাম আমরা
দেখি হাত কোনও ঝড়ের পেট থেকে চিরে আঁত বার
করতে ব্যস্ত
চোখ তার মুখ খুলে গর্জনে খানখান করছে রাতের
অন্ধকার
মা ছুটতে ছুটতে রক্তের বমি করল
আমার হাত থেকে কখন যে ফসকে গেল আমার বোনের
হাত, বুঝিনি
সে দিনই আমি সেখানে ফেলে এসেছিলাম
আমার শৈশব –
কিন্তু আমি সীমান্তের নীরবতার মরুভূমিতে
প্রায়ই দেখেছি
একটি চরকি এখনও মাটিতে নাচে
একটি 'লাট্টু' এখনও বনবন করে ঘোরে।

মূল উর্দু থেকে অনুবাদ : ইয়াসমিন নিগার

চোখের ভিসার প্রয়োজন হয় না

চোখের ভিসার প্রয়োজন পড়ে না
স্বপ্নের কোনও সীমানা নির্দিষ্ট নয়
চোখ বন্ধ করে প্রতিদিন সীমান্তের ওপারে চলে যাই
মেহেদি হাসানের সাক্ষাৎ পেতে।
শুনেছি তাঁর স্বর আঘাত পেয়েছে
গজল নীরবতায় উপবিষ্ট তাঁর সামনে
কম্পিত ঠোঁট গজলের, যখন উচ্চারিত হয়
বইয়ের পাতায় জীর্ণ হয়েছে ফুল
বন্ধু ফারাজও বিদায় নিয়েছেন
'হয়তো দেখা পাব তার
আবার স্বপ্নে'
বহু চোখে অহরহ চলে যাই সীমান্তের ওপারে।
চোখের ভিসার প্রয়োজন পড়ে না
স্বপ্নের কোনও সীমান্ত যে হয় না।

কৃতজ্ঞতা ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা
১৫ অগস্ট, ২০১৬
বিশেষ ক্রোড়পত্র ঃ বর্ডার

সিঁড়ি

কেউ নদী নিয়ে থাকে, কেউ ফুল
বাগানে ফুটিয়ে রাখে বিনোদ জারুল
খুঁজে পেতে যদি কোনো ক্লান্ত পথিক
দু-দণ্ড বসে যায়, কার কী ক্ষতি?

সকলেরই স্মৃতি থাকে, ধূসর অতীত
সকলেরই প্রিয় চিল পাখির প্রতীক
একটি ফুলের কাছে আজীবন ঋণী
তবু বাকি ফুলেদের নাম ধরে চিনি

আমি তো এমনই ভাবি, পিরীতি বুঝি না
নদী দেখলেই নত সিঁড়িটি খুঁজি না।

প্রেতমুখ

অবিকল প্রেতমুখ লেগে ছিল জানালার কাঁচে
বাদবাকি অবয়ব অন্ধকার গিলে ফেলেছিল
মৃত্যুর কবল থেকে ফিরে এলে যেমন দুধের
গুঁড়ো গুঁড়ো সর লেগে থাকে নীল চিবুকের ত্বকে।

জলের পেয়ালা ভেবে ঠুকরে গেছে চোখের কোটর
পাখির পায়ের দাগ বিপ্রতীপ কোণ ছুঁয়েছিল
কিছুক্ষণ, তারপর উড়ে গেছে ফসলের দিকে
খেদ নেই, শুধু মাত্র প্রেতমুখ লেগে আছে কাঁচে।

শেষ ট্রেন চলে গেছে, বিকেলের পাহাড়ি স্টেশন
কুয়াশা গভীর হল ঝুঁকে থাকা চোয়ালের খাদে
শীতও নেই, ঘষা কাঁচে নিঃশ্বাসের বাষ্পও জমেনি
শুধু চোখ খোলা বলে চেনা গেল জীবিত মানুষ।

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়

পাখি যায়

পাখি যায়, পাখি আসে অনিবার্য জানলার কার্নিশে
বিকচ নয়ন তুলে সনাতন সুকুমার স্নেহে
লুব্ধ করে, যতবার গ্রীবার ভঙ্গিতে, সাদা চাল
ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিই, বীজধান চাষার মতন

আসবাব ভেসে যায় পায়ের গোড়ালি ডোবা জলে
এখন স্থবির জল, রাত যত বাড়ে জলও বাড়ে
এই জলে হাইব্রিড ধান চাষ হবে না, কোত্থেকে
চাল পাবো, এই জলে জানালা দিয়ে রাত মুখ ধোয়।

হরিণের সমবেত গান

হরিণের সমবেত গান মানুষের মত নয়
পাকা ধান কাকে বলে হরিণ জানে না
খায় না মাথায় দেয়, কখনো ভাবেনি, আগে...
তারা দল বেঁধে নোনা মাটি ও ঘাসের গান গায়
যেখানে শর ও শবর নেই, নখের আঁচড় নেই
মাটি ও পাথরে নোনা স্বাদ নিতে ছুটে যায়
প্রকৃত জলের ধারে, অন্ধকার বনের গহনে

তারা কদাচিৎ হরিণীর কথা শোনে।